রাসূলের সা. বাণীতে

হিন্দুস্তান

জিল্লুর রহমান হাশেমী

রাসূলের সা. বাণীতে হিন্দুস্তান

জিল্লুর রহমান হাশেমী
সংবাদ পাঠক
সৌদী আন্তর্জাতিক বেতার
জেদ্দা, সৌদী আরব

আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ❖ কাঁটাবন ❖ বাংলাবাজার

www.pathagar.com

রাসূলের সা. বাণীতে হিন্দুস্তান

জিল্লুর রহমান হাশেমী

ISBN : 978-984-8808-34-4

গ্রন্থ স্বত্ব : লেখক

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন-৭১২৫৬৬০, মোবাঃ ০১৭২৮১১২২০০

পরিবেশনায়
মক্কা পাবলিকেশন্স, ঢাকা
মাওলা প্রকাশনী, ঢাকা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে, ২০১৫
জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২
শাবান, ১৪৩৬

প্রচ্ছদ : এম জি এ আলমগীর

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আহসান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১০০০।

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা মাত্র

Rasuler Bani O Hindustan Written by Zillur Rahman Hashemi. Published by Ahsan Publication. Book & Computer Complex 38/3 Banglabazar. Dhaka-1100. First Edition May 2015. Price Tk. 25.00 only. (US $: 1.00 only)

AP-78

www.pathagar.com

তোহ্‌ফা

আমার সম্মানিত ছোট খালাম্মা মাজেদা আক্তারসহ
সেই সমস্ত লোকদের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে
যারা আমাকে লেখাপড়া করার সময় আর্থিকভাবে
এবং বিভিন্ন উত্তম উপদেশ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

❖ ভূমিকা ॥ ৫

❖ প্রথম নবীর আগমন ভারতে ॥ ৮

❖ ভারত সম্পর্কে রাসূলের সা. বাণী ॥ ১২

❖ দুইটি দলের জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির সুসংবাদ ॥ ১৪

❖ জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি ॥ ১৬

❖ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ভারত ॥ ২১

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মহান আল্লাহর তা'আলার প্রশংসা প্রথমেই জ্ঞাপন করছি যিনি মানবজাতির আদি পিতা আদম আ. কে পৃথিবীর অসংখ্য ভূখণ্ডের মধ্য থেকে বাছাই করে হিন্দুস্তানে প্রেরণ করেছেন। আর মুহাম্মদ সা. এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি যিনি সুদূর আরব দেশে জন্মগ্রহণ করার পরও ভারতের গাছ গাছড়ার মধ্যে বিভিন্ন রোগের শেফার কথা হাদীসে তুলে ধরেছেন। প্রথম নবী আদম আ. এবং সর্বশেষ মহামানব ও নবী মুহাম্মদ সা. উভয়েই ভারত বর্ষের কথা তাদের বাণীতে তুলে ধরেছেন। তাদের কথাগুলো জেনে আমরা যেনো আমল করতে পারি এই প্রত্যাশা করছি।

সকলের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যেই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। কিভাবে তাঁর ইবাদত করতে হবে তিনি যুগে যুগে নবী বা রাসূলের মাধ্যমে তা জানিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ পালন করা আর তাদের নিষিদ্ধ কাজগুলো বর্জন করে চলতে পারলেই তা ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হবে। এর পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত প্রদান করবেন। আর যারা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চলবে না তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্মের মধ্য থেকে ইসলাম ধর্মকে আল্লাহ আমাদের জন্য মনোনীত করেছেন। মুহাম্মদ সা.-কে সর্বশেষ রাসূল মনোনীত করার পর তাঁর উপর আসমানী কিতাব আল কুরআন নাযিল করে সকল কিছুর পথনির্দেশ তুলে ধরেছেন। আল্লাহর নির্দেশগুলো অনেক সময় আমরা স্বল্প জ্ঞানের কারণে বুঝতে পারি না। তাই অনেক সময় আমরা কোন জিনিসকে উত্তম বা ভাল হিসেবে মনে করি অথচ তা আমাদের জন্য কল্যাণকর ছিলো না। আবার কোন বস্তুকে আমরা কল্যাণকর মনে করছি না, আসলে তা আমাদের জন্য কল্যাণকর ছিলো। এই বিষয়ে আল্লাহ অধিক জানেন আর আমরা জানি না বলে আল্লাহ আল কুরআনের সূরা আল বাকারার ২১৬ নং আয়াতে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন অসীম জ্ঞানের অধিকারী তিনি অনেক স্থানের উদাহরণ দিয়ে আমাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। কারণ আসল ইসলাম বুঝতে হলে মুহাম্মদ সা. থেকে বুঝতে হবে। তিনিই সঠিক ইসলামের চিত্র মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। তাঁর আদেশ আমাদের জন্য পালন করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা আল ফাতেহায় আল্লাহ তা'আলা সিরাতুল মোস্তাকিম বা সরল পথে

www.pathagar.com

চলার কথা তুলে ধরেছেন। রাসূল সা. সরল পথের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইসলাম হচ্ছে সিরাতুল মোস্তাকিম। ইসলামকে রাসূল সা. একটি ঘরের সাথে তুলনা করে বলেছেন সকল কাজের ফাউন্ডেশন বা মূলভিত্তি হচ্ছে ইসলাম। এর স্তম্ভ বা পিলার হচ্ছে নামায। আর এর সবোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ। অর্থাৎ ঘর বানানোর আগে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ঘরের ফাউন্ডেশন তৈরি করে যাতে ঘরটির স্থায়িত্ব ও মজবুতি থাকে। ঘরের ফাউন্ডেশন করার পর ঘরের মধ্যে শক্ত ও মজবুত কিছু বা খুঁটি তৈরি করে যাতে বিল্ডিং এর ছাদ খুঁটিগুলোর উপর স্থাপন করা যায় এবং রুম ও দরজা-জানালা ঠিকভাবে লাগানো সহজ হয়। আর ঘরের মধ্যে বসবাস করতে হলে অবশ্যই ঘরের ছাদ তৈরি করা জরুরি। যদি ঘরের ছাদ বানানো না হয় তা হলে লক্ষ টাকার বিল্ডিং-এ বসবাস করা সম্ভব হবে না। বিল্ডিং এর গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি কাজ না করলে যেমন তাতে থাকা যায় না তেমনি ইসলাম, নামায ও জিহাদকে বাদ দিয়ে সত্যিকারভাগে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা হলো না।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সা. অসংখ্য বাণী আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তন্মধ্যে ভারতের বিষয়ে তিনি কয়েকটি ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। ঐ ভবিষ্যৎ বাণীগুলো এ অঞ্চলের লোকদের জানা এবং তা তুলে ধরার লক্ষ্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এর ফলে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির দিকে এগিয়ে যাবো কিনা তা সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে।

এই বইটি লিখার বিষয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন হাফেয মাওলানা আবদুল্লাহ আল মামুন, যিনি মক্কাস্থ উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সৌদী আন্তর্জাতিক বেতারের ভাষ্যকার।

কোন মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। পাঠকের দৃষ্টিতে কোথাও অসত্য তথ্য ও ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমার ই-মেইল এবং ফেইস বুকে তুলে ধরলে কৃতজ্ঞ থাকবো, যা আমরা প্রত্যেহ সৌদী আন্তর্জাতিক বেতারে তুলে ধরে থাকি। আল্লাহ যেনো আমাদেরকে এই বইয়ের কথাগুলো আমল করার তৌফিক দান করেন। আমীন ॥

মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী
সৌদী আন্তর্জাতিক বেতার, জেদ্দা, সৌদী আরব
তারিখ : ১৫ই মার্চ, ২০১৪ ঈসায়ী
ই-মেইল : mzrhashemi@yahoo.com
Facebook add: zillur rahman

www.pathagar.com

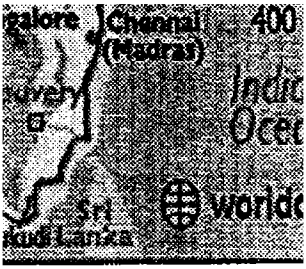

ভারত ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলো

www.pathagar.com

প্রথম নবীর আগমন ভারতে

আমাদের সকলের আদি পিতা আদম আ. কে আল্লাহ তা'আলা সপ্তাহের সর্বোত্তম দিন জুমাবারে সৃষ্টি করেছেন। আর তাকে জুমাবারই জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছিলেন, আবার জান্নাত থেকে ঐ দিনেই তাকে বের করেছেন। প্রসিদ্ধ তাফসীরবিদ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আদম আ. জান্নাতে আসর থেকে মাগরিব সময় পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আদম আ. জান্নাতে মাত্র এক ঘণ্টা অবস্থান করেছিলেন, তবে তা দুনিয়ার হিসেবে একশত ত্রিশ বছরের সমতুল্য। পৃথিবীর অসংখ্য ভূখণ্ডের মধ্য থেকে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির আদি পিতা ও প্রথম নবী আদম আ.-কে ভারতে পাঠানোর জন্য নির্বাচিত করে ভারতবর্ষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আদম আ. কে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি জান্নাত থেকে ভারতে পাঠিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন আদম আ.-কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন "শরণদ্বীপ" বা "শ্রীলংকার" বুজ নামাক পাহাড়ে প্রেরণ করেছেন। আর হাওয়া আ.-কে সৌদী আরবের "জেদ্দায়" প্রেরণ করেছেন। তখন পৃথিবীতে মাত্র দুইজন মানুষ ছিলেন। তারা আবার বিরাট দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থান করেছিলেন। জনমানবহীন আদম আ. কতো পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, বন-জঙ্গলে একাকী পায়ে হেঁটে ভারত থেকে পবিত্র মক্কার সন্নিকটে "মুযদালিফায়" হাওয়া আ. এর নিকটে এসে পৌছেছেন, তাই এর নামকরণ করা হয় "মুযদালিফা" বা নিকটবর্তী। এরপর উভয়ের মাঝে পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি হয়েছিলো আরাফাত ময়দানে। তারপর সেই স্থানটির নামকরণ করা হয় "আরাফাত বা পরিচয় হওয়া, চেনা, জানা। (তারিখে তাবারী ১/৭৯, ৮০ তাফসীর ইবনে কাসির ১/১১৬, তাফসীরে কুরতবী ১/৩৫২, মুসলিম শরীফ ২/৫৮৫, আরবী বাংলা অভিধান পৃ. ৫৬৩)

তাবারানী ও হিলইয়া গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে "আদম আ. যখন ভারতে আগমন করলেন তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ তখন পৃথিবীতে কোন জনমানব ছিল না। আল্লাহ তা'আলা আদমের ভয় দূর করার উদ্দেশ্যে জিবরিল আ.-কে পাঠিয়ে আযান দিতে বলেছেন, জিবরিল আ. আযানের মধ্যে "মুহাম্মদ সা. এর

www.pathagar.com

কথা উচ্চারণ করায় আদম আ. জিবরিল কে প্রশ্ন করলেন "মুহাম্মদ" তিনি কে? তখন জিবরিল আ. বললেন তিনি আপনার সন্তান যিনি সর্বশেষ নবী। (এই বর্ণনাটি দুর্বল বলেছেন শেখ নাসির উদ্দিন আলবানী) জিবরিল আ. হাজরে আসওয়াদটি ভারত থেকে মক্কায় এনেছেন, কারণ এটি আদম আ. জান্নাত থেকে সাথে করে নিয়ে আসেন। তখন এটি খুবই সাদা ছিলো ইয়াকুত পাথরের ন্যায়। বর্তমানে পাথরটি মানুষের পাপের কারণে কালো হয়ে গেছে।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী বিন আবি তালেব রা. বলেছেন, মানুষের জন্য উত্তম উপত্যকা হচ্ছে "মক্কা ও ভারতের উপত্যকা"। আদম আ. ভারতে আগমন করেছিলেন। আর পৃথিবীর মধ্যে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ বাতাস হচ্ছে ভারতের। কারণ আদম আ. জান্নাতের বাতাসের মাধ্যমে ভারতে আগমন করেছেন। তাছাড়া ভারত ভূখণ্ডটি তৈল উৎপাদনের ভূখণ্ড। আদম আ. জান্নাতে অবস্থানকালে তাকে সকল জিনিসের জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো। এমনকি পৃথিবীতে আমরা যে ফল ফলাদি ও শস্য দেখছি, তা জান্নাতের ফলের মতো দুনিয়ায় উৎপন্ন হচ্ছে। আদম আ. ভারত থেকে পায়ে হেঁটে "চল্লিশ বার" হজ পালন করেছেন। অপর দিকে "জাওযুল হিন্দ" আখরোট বা নারিকেল গাছকে জান্নাতের বৃক্ষ বলে তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে বর্ণিত হয়েছে।

আর আদম আ. এর পুত্র হাবিল ও কাবিলের মধ্যে বিবাহ-শাদি নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনাটি ভারতে হয়েছিলো তখন আদম আ. মক্কায় ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, গাছের মধ্যে অন্য রকম বাতাস বইতে লাগলো, খাদ্যের স্বাদ পরিবর্তন হয়ে গেল, ফল ফলাদির স্বাদে টক দেখা দিলো, মিষ্টি পানি লবণাক্ত হয়ে গেল, পৃথিবীতে ধুলাবালী দেখা দিলো। তখন আদম আ. বললেন, পৃথিবীতে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তারপর তিনি পবিত্র মক্কা শরীফ থেকে ভারতে আসলেন, তখন জানতে পারলেন তার পুত্র কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করেছে। তখন তিনি তার পুত্র হাবিলের জন্য" সুরিয়ানি ভাষায়" শোক প্রকাশ করেছেন।

আদম আ. দুনিয়াতে এক হাজার বছর হায়াত পেয়েছিলেন। আর পরকালের হিসাবে মাত্র একদিন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন। আদম আ. যখন ইন্তেকাল করেছেন তখন তাকে বিজোড় বরই পাতা দিয়ে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছেন। তখন তাকে বিজোড় কাফনের কাপড় পরিয়ে ভারতের ভূখণ্ড "শরণদ্বীপে" দাফন করা হয়। কেউ কেউ বলেন, আদম আ.-কে মক্কার আবু কোবাইস নামক পাহাড়ে অথবা বায়তুল মাকদাসে দাফন করা হয়েছে। সেই আদম আ. এর সাথে মুহাম্মদ

www.pathagar.com

. এর সাক্ষাৎ হয়েছিলো মিরাজের সময় প্রথম আসমানে। জিবরিল আ. মুহাম্মদ .-কে বলেছিলেন, এই হচ্ছে আপনার পিতা আদম আ.। তখন মুহাম্মদ সা. নবজাতির আদি পিতা আদম আ. কে সালাম জানিয়েছেন। তখন আদম আ. লামের উত্তর দিয়ে বলেছেন স্বাগতম হে সৎ সন্তান এবং হে যোগ্য নবী। তুমি মার সন্তানের মধ্যে উত্তম সন্তান। (তাফসীরে দুররুল মনছুর ১/৮৭, ৪/১৫৩, হুল কাদির ১/১১২, করতুবী ৬/১৬৬, ৩৫৭, বাগভী ১/২৯৭, তাফসীরে আত বারী ১/৮০, ৫৯৫, তাফসীর ইবনে কাসীর ১/১১৬, তাফসীরে নাসাফী ২/৮, ল বেদায়াহ আন নেহায়াহ ১/১১০, তারিখে দামেস্ক ৭/৪৫৮)

আরাফাতের ময়দান

্যদিকে আদম আ. এর স্ত্রী হাওয়া সৌদী আরবের জেদ্দায় ইন্তেকাল করেছেন। র্তমানে জেদ্দার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে "মাকবারা উম্মেনা হাওয়া" বা মাদের মাতা হাওয়ার কবরস্থান নামে এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এইভাবে দম আ. কতো বছর বা সময় ধরে ভারত থেকে অতিক্রম করে তার স্ত্রী াওয়ার" সাথে সৌদী আরবে মিলিত হয়েছিলেন তা আমাদের জানা নেই।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করে পুনরায় সুখের জান্নাতে
র জন্যে চেষ্টা করেছেন। অপর দিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন
াহ তা'আলা আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করে এর পূর্ব ও পশ্চিমাংশ
ক দেখিয়েছেন। নিশ্চয় আমার উম্মতেরা ঐ দেশগুলোতে তাদের রাজত্ব
ারিত করবে।" (মুসলিম)। বিখ্যাত তাফসীরকারক ইমাম কুরতুবি এই
সর ব্যাখ্যা ও দালায়েলে নবুয়ত গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, এই
র বাদশাহগণ ইসলামকে মরক্কোর তানজা শহরের শেষ প্রান্তে এবং প্রাচ্যের
সান ও সিন্দু এবং ভারতের বেশ কিছু দেশে তা আবাদ করবেন। কিন্তু
ার উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দেশগুলোতে সেভাবে বিস্তৃতি বা আবাদ করতে
ন। (ফতহুল মাজিদ পৃ. ১/২৫৫, তাইসির আল আজিজ আল হামীদ
২)

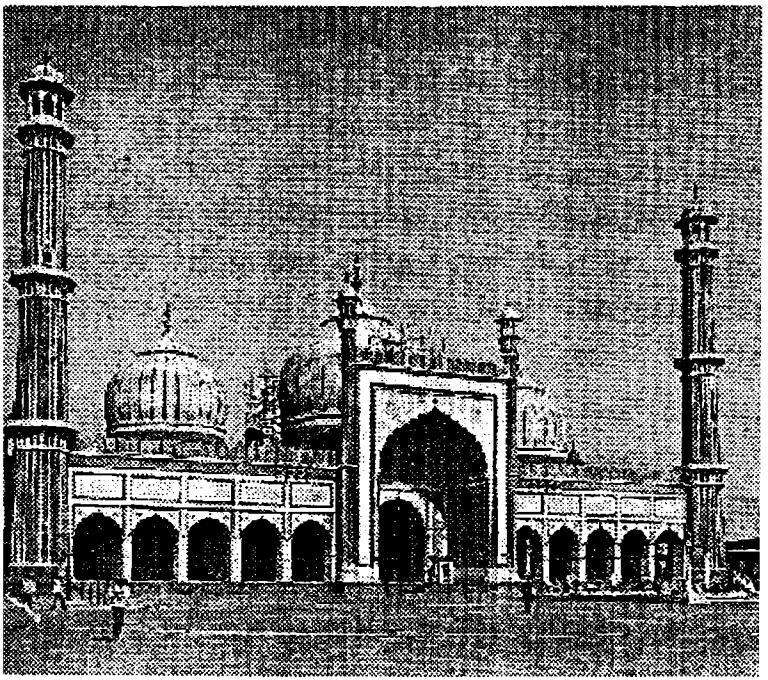

দিল্লির জামে মসজিদ

আ. ও হাওয়া যেভাবে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন
লেন। আমরা কি তাদের মতো আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনে এতো

www.pathagar.com

লম্বা পথ অতিক্রম করেছি? আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ইসলামী জীবন বিধানের দাওয়াত পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে আমরা কি পৌছিয়েছি? অথচ রাসূলুল্লাহ সা. বিদায় হজে অনুপস্থিত লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন। আমাদের জীবন থেকে কতো সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই হায়াত বা সময়ের মধ্যে আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌছাতে চেষ্টা করি।

ভারত সম্পর্কে রাসূলের সা. বাণী

এক সময় আমরা ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভূটান, নেপাল, শ্রীলংকা মিলে "ভারতবর্ষ" নামে পরিচিত ছিলাম। প্রাচীনকালে "ভারত" নামে এক হিন্দু রাজা দেশটি শাসন করতো। সম্ভবত তারই নামানুসারে "ভারতবর্ষ" নামকরণ করা হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, প্রাচীন ফরাসি সাহিত্যে সিন্ধু শব্দটি "হিন্দু ও সিন্দ" নামে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে হিন্দু নাম ভারত সমগ্র উপমহাদেশের জন্য এবং সিন্দ নাম শুধু সিন্ধু এলাকার জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়। ইংরেজ শাসনামলে তারা সিন্ধু নদকে "ইন্ডাস" বলতো। পরবর্তীতে এই ইন্ডাস থেকে তারা সমগ্র উপমহাদেশকে "ইন্ডিয়া" বা ভারত নামে অভিহিত করে। কালের আবর্তে আমরা ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করে বিভিন্ন দেশ স্বাধীন করে নিজ নিজ দেশের নাগরিক হিসেবে পৃথক হয়েছি। অপর দিকে সর্বশেষ মহামানব মুহাম্মদ সা. এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ভারত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বাণী তুলে ধরেছেন। যদিও আমরা সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করেনি।

আদম আ. ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম নবী। আল্লাহ সহিফা বা ছোট আসমানী কিতাব তার উপর নাযিল করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদমকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় সকল বস্তুর জ্ঞানদান করেছিলেন যা আমরা সূরা বাকারার ৩১ নং আয়াত থেকে জানতে পেরেছি। এরপর আল্লাহ তা'আলা আদম আ.-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন পৃথিবীর বুকে তুমি একটি ঘর তৈরি করবে যাতে লোকেরা তাতে গিয়ে তাওয়াফ করতে পারে। আদম আ.-কে বানানোর আগেই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে এমন একটি ঘর বানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে পৃথিবীবাসী তাওয়াফ করতে পারে। এরপর আদম আ. ভারত থেকে হেঁটে সৌদী আরবের মক্কা নগরীতে পবিত্র কাবা শরীফ নির্মাণ করেছেন। (তাফসীরে তাবারী : ৯/১৩২, ইবনে কাসীর : ১/১১৬)

www.pathagar.com

একদিকে আদম আ. ভারতে আগমন করেছেন তেমনি সর্বশেষ মহামানব মুহাম্মদ সা. ভারতের অসংখ্য বৃক্ষের মধ্যে একটি গাছের গুণাগুণ তুলে ধরে এর ভিতরে মানুষের রোগমুক্তির কথা তুলে ধরেছেন। রাসূল সা. ঐ বৃক্ষটি সম্পর্কে বলেছেন :

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيْ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتَ الْجَنْبِ وَلَفْظٌ آخَرُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيْ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ : يَسْتَعِطُ بِهٖ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيَلِدُ بِهٖ مِنْ ذَاتَ الْجَنْبِ.

অর্থ : উম্মে কায়েস বিনতে মুহসেন রা. থেকে বর্ণিত আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি (আমার অসুস্থতা থেকে রক্ষার জন্যে) তিনি বলেছেন : তুমি ভারতের সুগন্ধিযুক্ত উদ কাঠ ব্যবহার করো। তাতে সাতটি রোগের নিরাময় রয়েছে, যা টিউমার বো ফোঁড়ার চিকিৎসা করা যায়। অন্য বর্ণনায় এসেছে : তোমাদের উচিত ভারতের উদ কাঠ ব্যবহার করা, তাতে সাতটি রোগের শেফা রয়েছে। কণ্ঠনালীর রোগের জন্যে ঐ কাঠের সুঘ্রাণ গ্রহণ করো এবং তা দ্বারা আঘাতজনিত ফোঁড়া বা টিউমারের চিকিৎসা করা যায়। (বুখারী : ৫/২১৫৪) রাসূল সা. আরো বলেছেন : তোমরা উদ কাঠ দিয়ে চিকিৎসা করো (বুখারী : ১/৯০, মুসলিম : ২৮৭)

সেই সাতটি রোগ হচ্ছে ১. কফ বা কাশিজনিত রোগ, ২. ঠাণ্ডার কারণে জ্বর ও ব্রেইনের দুর্বলতা, ৩. কৃমিজনিত রোগ ও পেটের অসুখ, ৪. যুবক ও যুবতীদের মুখে ব্রণ বা দাগযুক্ত রোগ, ৫. মহিলাদের মাসিক রক্তস্রাব বা হায়েযজনিত রোগ, ৬. দুর্বল হৃদয় স্পন্দন, যকৃত ও পাকস্থলীজনিত রোগ, ৭. বহুমূত্র রোগ ও যৌন রোগ। (তিব্বুন নববী ইষ্টাবলিষ্টম্যান্ট ও তিব্বুন নওবী পৃ. ৫৬ ইমাম ইবনুল কাইয়েম জাওযী)

তাফসীর ফতহুল কাদীরের মধ্যে ৫টি নদীকে জান্নাতের নদী বলে উল্লেখ করা হয়েছে যথা : সিহুন, যা ভারতে প্রবাহিত হয়েছে, জিহুন যা বালাখ নদী বলে, ইরাকে দজলা ও ফোরাত নামে দুইটি নদী প্রবাহিত, আর মিসরের নীল নদ যা ভূমধ্য সাগরে পতিত হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর : ৩/৬৮৭)

www.pathagar.com

দুইটি দলের জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির সুসংবাদ

সর্বশেষ মহামানব মুহাম্মদ সা. তার বাণীতে দুইটি দলের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির ঘোষণার কথা তুলে ধরে বলেছেন তা হচ্ছে :

عَنْ ثَوْبَانَ بْنِ مَوْلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِى أَحْرَزَهُمَا اللّٰهُ مِنَ النَّارِ عِصَابَةَ تَغْزُوا الْهِنْدِ وَعِصَابَةَ تَكُوْنَ مَعَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلاَمَ.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সা. এর মুক্ত দাস সাউবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "আমার উম্মতের দুইটি দলকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। প্রথম দলটি হলো : যারা ভারতের সাথে যুদ্ধ করবে, অন্য দলটি হচ্ছে : মরিয়মের পুত্র ঈসা আ. এর দলের সাথে থাকবে।" (নাসায়ী : ৬/৪২, মুসনদে আহমদ : ৫/২৭৮, তারিখে কবির পৃ. ১৭৪৭ আলবাণীর মতে হাদীসটি সহীহ)

ভারত বা হিন্দুস্তানের সাথে একটি যুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) وَعَدَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ الْهِنْدِ فَإِنِ اسْتُشْهِدْتُ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ.

অর্থ : আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের কাছে হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধের বিষয়ে ওয়াদা করেছেন। সুতরাং আমি যদি আমার জীবদ্দশায় উক্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে শহীদ হয়ে যাই, তা হলে আমি সর্বোত্তম শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবো। আর যদি (শহীদ না হয়ে) ফিরে আসি তা হলে আমি আবু হোরায়রা স্বাধীন।" (মুসনাদে আহমদ : ২/২৮৮, মুসতাদরাক : ৩/৫৮৮, সনদটি দুর্বল)

অনুরূপ আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা সনদের দিক দিয়ে দুর্বল বলে শেখ নাসির উদ্দিন আলবানী বলেছেন যথা :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ وَعَدَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ الْهِنْدِ فَإِنْ

www.pathagar.com

أَدْرَكَهَا أَنْفَقَ فِيهَا نَفْسِيْ وَمَالِيْ فَإِنْ أُقْتَلَ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ.

অর্থ : আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের কাছে হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধের বিষয়ে ওয়াদা করেছেন। সুতরাং আমি যদি আমার জীবদ্দশায় উক্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পাই, তা হলে আমি আমার জান ও মাল তাতে ব্যয় করবো। আর যদি আমি শহীদ হয়ে যাই, তা হলে আমি সর্বোত্তম শহীদের মর্যাদায় অন্তর্ভুক্ত হবো। আর যদি আমি ফিরে আসি, তা হলে আমি আবু হোরায়রা স্বাধীন।" (সুনানে নাসায়ী : ৬/৪২)

এই হাদীসগুলো থেকে যে কয়েকটি বিষয় জানা যায় তা হচ্ছে : ১. সুগন্ধিযুক্ত ভারতের উদ কাঠ ব্যবহার করার মাধ্যমে সাতটি রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, ২. জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতির জন্য হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৩. দাজ্জালের বিপরীত ঈসা আ. সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা, ৪. প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু হোরায়রার রা. নিজেই ভারতের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শহীদ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ, ৫. তিনি গাজী হয়ে ফিরে আসা।

এই বিষয়গুলোর কিছু ব্যাখ্যা আপনাদের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। প্রথমে প্রত্যেক মানুষের জানা থাকা উচিৎ যে, ইসলাম কেবল আধ্যাত্মিক বিষয় নয় রবং দৈহিক তথা স্বাস্থ্যগত উন্নতির দিক নির্দেশনাসহ মানুষের জীবনের সকল বিষয়ের সমাধান দিয়েছে। তাই দেখা যায় শরীর সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মুদ্দাসিরের ৪, ৫ নং আয়াতে রাসূলের পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্রকরণ এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, যাতে মানুষের শরীরে রোগ বালাই না আসে। এরপরও যারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন, তাদের চিকিৎসা আল কুরআন ও রাসূলের দেখানো পথ ছাড়াও বৈধ পথে চিকিৎসা নিতে রাসূল সা. অনুমতি দিয়েছেন। আল কুরআনে আল্লাহ বলেছেন : আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করেছি যা রোগের চিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য তা রহমত। (সূরা ইসরা : ৮২)

রাসূল সা. বলেছেন : আল্লাহ যে সমস্ত বস্তু হারাম করেছেন ঐ জিনিসগুলোর মধ্যে কোন রোগ মুক্তির ব্যবস্থা করেননি। অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ পৃথিবীতে যত রোগ প্রেরণ করেছেন এর শেফা বা চিকিৎসার ব্যবস্থাও নাযিল করেছেন। রাসূল সা. এর কাছে এক বেদুইন আগমন করে

www.pathagar.com

বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি রোগের চিকিৎসা করবো? রাসূল সা. বললেন, হ্যাঁ তুমি রোগের চিকিৎসা করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যতো রোগ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এর আরোগ্য নাযিল করেছেন, তবে একটি রোগ ছাড়া। রাসূল সা.-কে তার সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, সে রোগটি কি? রাসূল সা. বললেন তা হচ্ছে "আল হারম" বা বার্ধক্য। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলা হয়েছে মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আত্মার সুস্থতাকে স্বাস্থ্য বলে। শুধু রোগ শোকের অনুপস্থিতেই স্বাস্থ্য নয়, যাহা কোন ব্যক্তিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নতর জীবন যাপনের সমর্থ্য করে। তাই রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা উত্তম। (বুখারী : ১০/৬৮, ১১৩, মসনদে ইমাম আহমদ ও তিরমিযী : ২০৩৯, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা পৃ. ১ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি, ঢাকা)

উদ কাঠ : এই কাঠটি খুবই সুঘ্রাণ, যা ভারতে উৎপন্ন হয় বলে তাকে "আল উদুল আল হিন্দি" বলে। এই কাঠটি দুই প্রকার রয়েছে, প্রথমটি চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয় তা সাদা রঙ্গের, তাকে বাহরী বা সাগরী বলা হয়। তা সাতটি রোগের চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয় যা পূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকারটি সুগন্ধির কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি খুব গরম কাঠ আরবীতে "আল আলওয়াহ" বলে। এটি ধূপদানির মধ্যে কাফুর মিশ্রিত করে তাতে আগুন জ্বালানো হয়ে থাকে, যা রাসূল সা. এইভাবে এটিকে জ্বালাতেন। বর্তমানে মধ্য প্রাচ্যের মসজিদগুলোতে ঐ কাঠটি ধূপদানির মধ্যে রেখে জ্বালানো হয়। এইভাবে মসজিদগুলোতে সুগন্ধিযুক্ত পরিবেশ করা হয়। আবার বেহেস্তের মধ্যে এইভাবে ঐ কাঠটি সুগন্ধির জন্য ব্যবহৃত হবে বলে হাদীসে এসেছে। (বুখারী : ৬/২০, তিব্বুন নওবী পৃ. ২১৪ ইবনুল কাইয়্যেম আয জাউযী)

জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি

জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহ আল কুরআনে ও রাসূল সা. তাঁর বাণীর অনেক স্থানে উল্লেখ করেছেন। দুনিয়ার আগুন থেকে ৬৯ গুন শক্তি দিয়ে অপরাধীকে দহন করবে জাহান্নাম। এই হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় দুইটি দলকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেয়া হবে।

প্রথম দলটি ভারতের সাথে যুদ্ধ অংশ গ্রহণ করবে। এই সম্পর্কে আমরা সামনে আলোচনা তুলে ধরবো।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দলটি হচ্ছে ঈসা আ. এর সাথে থাকবে। কিয়ামতের বড় দশটি নিদর্শনের মধ্যে প্রথম নিদর্শনটি হচ্ছে পৃথিবীতে দাজ্জলের আবির্ভাব। সে একজন কুৎসিত চেহারার যুবক হবে এবং তার একটি চোখ উপরের দিকে উথিল হবে অন্য চোখটি কানা হবে। তার চেহারায় কাফির শব্দটি ঈমানদারগণ স্পষ্ট দেখতে পাবেন। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। সে মেঘ খণ্ডের ন্যায় দ্রুত চলবে, তার পেছনে অনুকূল বাতাস থাকবে। সে কোন সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের দাওয়াত দেবে কিন্তু সেখানকার লোকেরা তার দাওয়াত গ্রহণ না করায় সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। সে কোন অনুর্বর ভূমিকে সম্বোধন করে বলবে তোমার গুপ্তধন বাইরে আন। বাস্তবিকেই ভূমির গুপ্তধন তার পেছনে পেছনে চলবে যেমন মৌমাছিরা তাদের সরদারের পেছনে চলে। সে একজন ভরপুর যুবককে ডাকবে তারপর তাকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করবে। তারপর উভয়খণ্ডকে এতোটুকু দূরত্বে রাখবে যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও তার লক্ষ্যবস্তুর মাঝখানে থাকে। এরপর সে তাকে ডাক দেবে, সে জীবিত হয়ে দাজ্জালের কাছে প্রফুল্ল চিত্তে চলে আসবে। এইভাবে সে পৃথিবীর মানুষকে ঈমানহারা করার চেষ্টা চালাবে।

এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ঈসা আ.-কে আসমান থেকে নাযিল করবেন। তিনি দু'টি রঙিন চাদর পরে দামেস্ক মসজিদের পূর্ব দিককার সাদা মিনারে ফেরেশতাদের পাখার উপর পা রেখে অবতরণ করবেন। তখন তার মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে মনে হবে যে তিনি এখনই গোসল করে এসেছেন। তিনি যখন মাথা উঁচু করবেন তখনও মোমবাতীর ন্যায় স্বচ্ছ পানির ফোঁটা পড়বে। তার শ্বাস প্রশ্বাস যে কাফিরের গায়ে লাগবে সে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে। তার শ্বাস প্রশ্বাস তার দৃষ্টির সমান দূরত্বে পৌঁছবে। তারপর তিনি দাজ্জালের খোঁজে বের হবেন এবং তাকে "বাবুলুদ্দে" ধরে ফেলবেন। এটি বর্তমানে বায়তুল মাকদাসের অদূরে অবস্থিত। দাজ্জাল কে সেখানেই ঈসা আ. হত্যা করবেন। ঈসা আ. জনসম্মুখে এসে মানুষের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ শোনাবেন। এরপর আল্লাহ ইয়াজুজ মাজুজ নামক এমন কিছু লোককে দুনিয়াতে পাঠাবেন যার মোকাবেলা ঈসা আ. করতে পারবেন না। তাই তিনি তূর পাহাড়ে তার সাথীদের নিয়ে আশ্রয় নেবেন। তার দোয়ায় ইয়াজুজ মাজুজের গোষ্ঠী মরে যাবে। বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত ইয়াজুজ মাজুজ বইটি পড়ার অনুরোধ করছি। (মুসলিম শরীফ, তাফসীরে মারেফুল কোরআন, সূরা কাহাফের ৯৯ আয়াতের ব্যাখ্যা)

www.pathagar.com

আবু হোরায়রার রা. ভারতের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আশাবাদ : আবু হোরায়রা রা. ছিলেন রাসূলুল্লাহ সা. এর একজন প্রাজ্ঞ ও একনিষ্ঠ সাহাবী। রাসূলের নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তার জন্ম হয়েছিল। ৬ষ্ঠ হিজরির হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার পূর্বের নাম "আবদি শামস" পরিবর্তন করে তার নামকরণ করেন "আবদুর রহমান"। তখন তার বয়স ছিল ত্রিশ বছর। আবু হোরায়রা নামটি তার উপনাম।

কথিত আছে তিনি একটি বিড়াল ছানা পুষতেন। একবার রাসূলের সামনে বসাবস্থায় হঠাৎ বিড়াল ছানাটি তাঁর চাদরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসায়, রাসূল সা. তাকে আবু হোরায়রা বা বিড়াল ছানার পিতা বলে সম্বোধন করেছেন। তখন থেকে তিনি আবু হোরায়রা নামে পরিচিতি লাভ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সব সময় রাসূলের সাহচর্যে কাটাতেন এবং তাঁকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করতেন। তিনি একান্তে হাদীস চর্চার জন্যে মনোনিবেশ করেন। তার থেকে ৫৩৭৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা অন্য কোন সাহাবী পারেন নি। তিনি হাফেযে হাদীস ছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন, প্রায় আটশত সাহাবী ও তাবেয়ীর নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিজরি ৫৭ সালে ৭৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সা. ভারতের যুদ্ধের ভবিষ্যত বাণী করার সাথে সাথে প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু হোরায়রা রা. ঐ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কথা ব্যক্ত করে সর্বোত্তম শহীদ হতে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। সেই যুদ্ধে তার সম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করতে তিনি ঘোষণা করেছেন অথচ তার বাসস্থান ছিলো আরব দেশে। আমরা কি রাসূলের ঐ সাহাবী থেকে শ্রেষ্ঠ কিনা তা চিন্তা করার সময় হয়েছে। উকবা বিন নাফে রা. মিসর থেকে আফ্রিকার শেষ প্রান্ত মরক্কো পর্যন্ত ইসলামকে সংগ্রাম ও জেহাদ করে পৌছিয়েছেন, অনুরূপভাবে আবু হোরায়রা সুদূর আরব দেশ থেকে ভারতের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। কারণ সেই দেশটিতে প্রায় হাজার বছর পরও এখনো মূর্তির পূজা করা হচ্ছে। তাতে আল্লাহর সাথে সর্ব বৃহৎ অপরাধ "শিরক" করা হচ্ছে। এই সংগ্রামে যারা শহীদ হবেন তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন বলে রাসূল সা. ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন।

যুদ্ধ থেকে গাজী হয়ে ফিরে আসা : জিহাদের ময়দানে কেউ শহীদ হবে আবার কেউ গাজী হয়ে ফিরে আসবে এটিই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু জিহাদের ময়দানে হাজির হয়ে আল্লাহ বিরোধীদের সাথে সংগ্রাম করা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "জিহাদের ময়দানে যে বান্দার দু'পা ধুলামণ্ডিত হয়েছে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।" (বুখারী) যার কারণে আবু হোরায়রা রা. অসংখ্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পরও ভারতের সাথে যুদ্ধটিতে অংশ গ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। মুহাম্মদ সা. ভারতের যুদ্ধের বিষয়ে যেমন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তেমনি সিরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। সুতরাং ভারতের যুদ্ধ ও সিরিয়ার যুদ্ধ একে অন্যের সাথে গভীর সম্পর্ক দেখা যায়। আমাদের সকলের জানা থাকা উচিৎ যে ইয়াহুদীরা ঈসা আ. কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে তাকে জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন, যা পবিত্র কুরআনের সূরা আন নিসার : ১৫৭-১৫৮ নং আয়াতে তা তুলে ধরেছেন। কিয়ামতের পূর্বে ঈসা আ. সিরিয়ায় আগমন করবেন।

এরপূর্বে দাজ্জাল নামক কাফির লোকটির প্রকাশ পাবে। ঈসা আ. দাজ্জালকে হত্যা করবেন যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "ভবিষ্যতে প্রাচ্যে ফিতনা দেখা দেবে। নিশ্চয় ফেতনা (প্রাচ্যে) দেখা দেবে, এমতাবস্থায় শয়তানের শিং এর মধ্যে তা প্রকাশ পাবে।" (বুখারী ফতহুল বারী : ১৩/৪৭)

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে পৃথিবীর পূর্বাঞ্চের দেশগুলোতে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেবে। তখন মানুষে মানুষে হানাহানি ও মারামারি প্রচণ্ড আকার ধারণ করবে। সরকার প্রধানগণ মুজাহিদ বাহিনীকে জঙ্গী বা সন্ত্রাসী নামে অভিহিত করবে। তারা এর কোন পরোয়া করবে না। এমনকি সে দেশগুলোর রাষ্ট্র প্রধানগণের বিরুদ্ধে মুসলিমদের একটি দল জিহাদ করে তাদেরকে পরাজিত করবে। আল্লাহ সেই মুজাহিদদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করা দেবেন। সেই মুজাহিদ দলটি শেষ পর্যন্ত ঈসা আ. এর সাথে সাক্ষাৎ করবে। রাসূলুল্লাহ সা. সিরিয়া সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন যা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَغْزُوْا قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِيْ الْهِنْدَ فَيَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ حَتّٰى يَلْقَوْا بِمُلُوْكِ الْهِنْدِ مَغْلُوْلِيْنَ فِي السَّلَاسِلِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَهُمْ ذُنُوْبَهُمْ فَيَنْصَرِفُوْنَ إِلَى الشَّامِ فَيَجِدُوْنَ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ بِالشَّامِ.

www.pathagar.com

অর্থ : সাফওয়ান বিন আমর থেকে অলিদ বর্ণনা করে বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল ভারতের সাথে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাদেরকে বিজয়দান করবেন, এমতাবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানগণ শিকলে বাঁধা অবস্থায় পরাজিত হবে। আল্লাহ সেই জিহাদরত বাহিনীর সদস্যদের অপরাধসমূহকে ক্ষমা করে দেবেন। তারপর তারা শাম (সিরিয়ার) দিকে রওয়ানা হবেন। সেখানে তারা ঈসা আ. এর সাথে সাক্ষাৎ করবেন।" (আল ফিতান লিল মারুজি পৃ. ১/৩৯৯ লিখক মোহাম্মদ বিন নাসির আল মারুজি)

এ সম্পর্কে আরো একটি তথ্য একই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে সেই তথ্যটি হচ্ছে :

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنِ نَافِعٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ كَعْبٍ قَالَ يَبْعَثُ مَلِكٌ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدَسِ جَيْشًا إِلَى الْهِنْدِ فَيَفْتَحُهَا وَيَأْخُذُ كُنُوْزَهَا فَيَجْعَلُهُ حِلْيَةً لِبَيْتِ الْمَقْدَسِ يُقِيْمُوْا عَلَى مُلْكِ الْهِنْدِ مَغْلُوْبِيْنَ يُقِيْمُ ذٰلِكَ الْجَيْشُ فِى الْهِنْدِ إِلَى خُرُوْجِ الدَّجَّالِ.

অর্থ : হাকীম বিন নাফে কাব থেকে বর্ণনা করে বলেন : বায়তুল মাকদাসের বাদশাহের পক্ষ থেকে একটি সেনাবাহিনীর দল ভারতে প্রেরণ করবেন। ঐ সেনাবাহিনীর লোকেরা সেখানে যুদ্ধ করে বিজয়ী হবেন। সেখান থেকে আহরিত ধন সম্পদ দিয়ে বায়তুল মাকদাসকে সাজ-সজ্জিত করাবেন। তারা ভারতের বাদশাহগণকে শৃঙ্খলাবস্থায় পরাজিত করবেন। সেই সেনা সদস্যরা দাজ্জাল বের না হওয়া পর্যন্ত ভারতে অবস্থান করবে।" (আল ফিতান লিল মারুজী পৃ. ১/৪০২, মুহাম্মদ বিন নাসির আল মারুজি)

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে ঈসার আ. পৃথিবীতে আগমনের প্রাক্কালে ভারতের সাথে একদল মুজাহিদবাহিনী জিহাদ করে ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানকে পরাজিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদবাহিনীর অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেবেন। ঐ মুজাহিদবাহিনীর সদস্যরা সিরিয়ায় ঈসা আ. এর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা শাম এলাকাকে পবিত্র ভূমি বলে আল কুরআনের সূরা আল মায়েদার ২১ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। তাফসীর ইবনে কাসিরে বলা হয়েছে "শাম এলাকাটি হচ্ছে হাশরের ময়দান। আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে সেখানে পুনরুত্থিত করবেন। আর ঈসা আ. পুনরায় আকাশ থেকে সেখানেই নাযিল

www.pathagar.com

বেন। আর দাজ্জালকে সেখানেই ধ্বংস করবেন। তাই সিরিয়ায় বর্তমানে যে র্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলছে তা কি কিয়ামতের পূর্বের ঘটনা কিনা আল্লাহ-ই ভাল ানেন। অপরদিকে ভারতবর্ষে যেভাবে অহরহ মানুষ নিহত হচ্ছে তাও কিয়ামতের াদর্শন হিসেবে বলা যায়। একদিকে মূর্তিপূজারী লোকেরা মিয়ানমারে অসংখ্য সলমানদেরকে হত্যা করছে, ভারতে অসংখ্যবার দাঙ্গা লাগিয়ে অসংখ্য সলমানদেরকে হত্যা করা হয়েছে। অপরদিকে সেখানে যিনা-ব্যভিচার ারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছে। যার কারণে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে "চলন্ত াসে ও ট্রেনে নারীদেরকে ধর্ষণ করা হচ্ছে। মোড়লদের নির্দেশে নারীকে গণ ধর্ষণ রাসহ বিদেশী পর্যটকও ধর্ষণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। (দৈনিক প্রথম আলো : ৪/০১/২০১৪, তাফসীর ইবনে কাসীর : ৩/২৪৮)

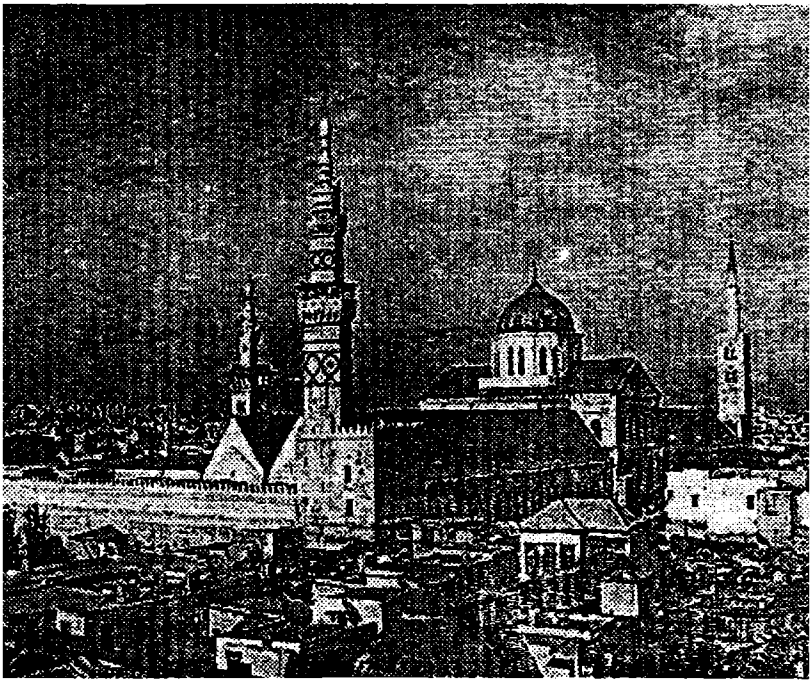

এটি হচ্ছে দামেস্কের বড় মসজিদ যেখানে ঈসা আ. আকাশ থেকে অবতরণ করবেন।

ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ভারত

গারত বর্ষ একটি সুজলা সুফলা ও শস্য শ্যামলা সমৃদ্ধশালী দেশ। এটি পৃথিবীর াধ্যে বৃহৎ উপমহাদেশ। বিশাল ও বিস্তৃত এই উপমহাদেশ আয়তনে রাশিয়াকে

www.pathagar.com

বাদ দিলে এটি সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের সমান হবে। এই উপমহাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে ব্রাহ্মদেশ এবং পশ্চিমে পারস্যদেশ ও আরব সাগর অবস্থিত। পৃথিবীর প্রায় এক পঞ্চমাংশ লোক ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাস করে। বিভিন্ন দিক দিয়ে ভারত উপমহাদেশ একটি মনোমুগ্ধকর দেশ। অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, বহু নদ-নদী, ভূ-ভাগের বিচিত্র গঠন, উর্বর মাটি, অসংখ্য মূল্যবান খনিজ-ধাতব পদার্থ, বহুবিধ ফলমূল খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন, বন ও মৎস সম্পদে বিদেশীদের মন আকৃষ্ট করেছে। সম্রাট অশোক (খ্রীষ্টপূর্ব ২৩২-২৭৩ অব্দ) তার অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও যোগ্যতা বলে শত বিভক্ত ভারতবর্ষকে একক রাজনৈতিক কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই বিশাল সাম্রাজ্যকে তিনি একক রাজনৈতিক সত্তা দান করেছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তা বিনষ্ট হয়ে যায়। ঐ সময় ভারতবর্ষে হিন্দু ও জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত ছিলো।

মহানবী মুহাম্মদ সা. ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত লাভ করার পর আরবগণ ধীরে ধরে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেন। এরপর তারা মূর্তিপূজা ছেড়ে একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আরব বণিকগণ মালামাল নিয়ে যাতায়াত করতেন। সর্বপ্রথম আরব-মুসলিম বণিকগণ পশ্চিম ভারতের মালাচার উপকূলে তাদের বাণিজ্য তরী ভিড়াতে শুরু করে। এ সময় কালিকটের হিন্দু রাজা জামোরিনের পৃষ্ঠপোষকতায় ও তার উৎসাহে সেখানকার হিন্দু ধর্মের নিম্নশ্রেণী "ধীবর" সাম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তারপর মালাবার হিন্দু রাজা "চেরামন পেরুমন" ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল সা. ভাল করে জানতেন যে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ মূর্তি পূজা করতো। আর ইসলাম ধর্মে সবচেয়ে বড় গুনাহ বা অপরাধ হচ্ছে আল্লাহর সাথে অংশীদার করা। আর হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের লোকেরা আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করতো।

মুহাম্মদ সা. পৃথিবীর কোন দেশের নাম উল্লেখ না করে একমাত্র হিন্দুস্তানের মাটিতে যুদ্ধের কথা কেন বলেছেন? এই সম্পর্কে "আল মিলাল ওয়ান নেহাল" গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ভারত বর্ষের বাসিন্দারা তখন আরব দেশের মতো মূর্তি পূজা করতো এবং সেখানে সাতটি তারকার নামে পূজা করা হতো। তারা রাসূলের নবুয়তকে মৌলিকভাবে অস্বীকার করতো। বর্তমানেও দেশটিতে বেশির ভাগ লোক মূর্তি পূজা করে যাচ্ছে এবং তারা এখনো বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে রয়েছে। পবিত্র মক্কার বায়তুল্লাহ থেকে মুহাম্মদ সা. মূর্তির পূজা যেভাবে চিরতরে দূরীভূত করে সেখানে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তেমনি ভারত থেকে মূর্তির পূজা দূরীভূত করে তাতে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

সা. হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। এই কারণে সকল মুসলিমদের উচিৎ আদম আ. এর আগমনের স্থান ভারতবর্ষ থেকে চিরতরে মূর্তি পূজা ও শিরক পরিহারের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া। (আলমিলাল ওয়ান নেহাল পৃ. ২/২৩১, ২৪৯, ইসলামের ইতিহাস আলিম : পৃ. ১৭৯-১৮৩)

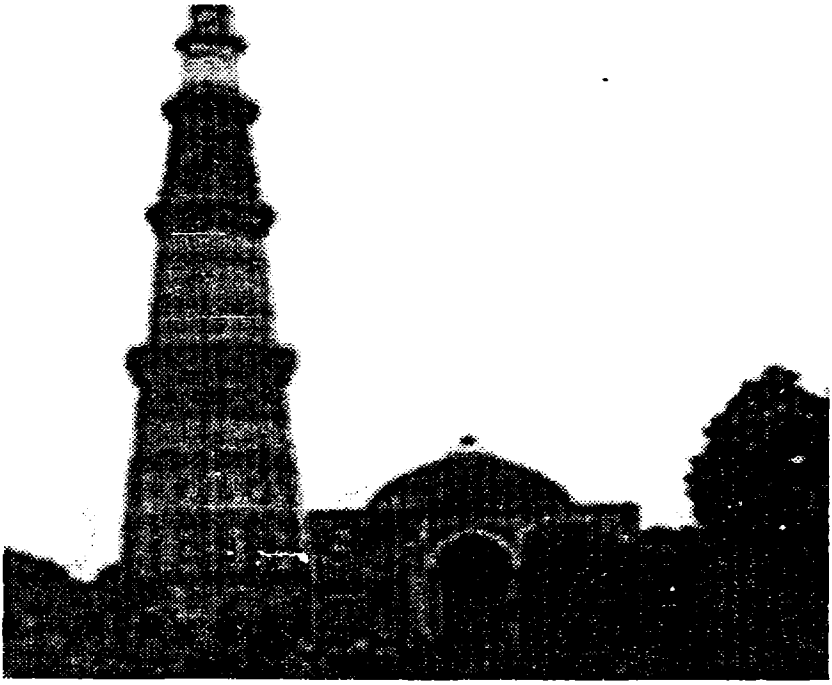

এটি হচ্ছে কুতুব মিনার যা ভারতে রয়েছে

অপর দিকে ভারতবর্ষের মুলতানে (বর্তমানে পাকিস্তানে) একটি ঘরে বড়ো একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল, তা সিন্ধু শহরের কাছে ছিলো। সেখানের লোকেরা মূর্তি পূজা করতো এবং মূর্তির চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতো। তাই ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাতিজা ও জামাতা" মুহাম্মদ বিন কাসিম" কে সিন্দু ও মুলতানে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক মুসলিম সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সিন্দুর রাজা দাহিরকে পরাজিত করেন। তারপর মুহাম্মদ বিন কাসিম মূর্তি পূজারী হিন্দুদের শেষ ঘাঁটি মুলতান শহরটিতে বিজয়লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ সা. যে যুদ্ধের কথা ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন তা কোন সনের যুদ্ধ তা আমরা বলতে পারবো না। তবে

www.pathagar.com

রাসূলের ইন্তেকালের পর অসংখ্য যুদ্ধ ভারতবর্ষে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে সংঘটিত হয়েছিল। বিশেষ করে ভারতবর্ষে মুসলিম জাতি আটশত বছর স্বগৌরবে দেশ শাসন করেছিল।

তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের খেলাফতের সময় (৬৫০ খৃ.) থেকে আবদুল্লাহ বিন আমর রা. এর নেতৃত্বে কাবুল, নিশাপুরসহ প্রতিবেশী সকল পার্বত্য এলাকায় মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করেছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু বিজয়ের তিনশত বছর পর ভারতীয় উপমহাদেশে পুনরায় মুসলিম জাহানের সুলতানগণ অনেক যুদ্ধ করেছেন, যেমন সুলতান মাহমুদ সর্বশেষ (১০২৭ খ্রী.) ভারতবর্ষে সতেরবার অভিযান পরিচালনা করে ইসলামের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ সুগম করেছেন। তার সময়ে আবু রায়হান আল বেরুনী "কিতাবুল হিন্দ" বই রচনা করেন। তারপর আবুল ফজল মুহাম্মদ ইবনে আল হুসাইন আল বায়হাকীর মতো জ্ঞানীগণ সুলতান মাহমুদের রাজ সভাকে অলংকৃত করেছেন। এরপর মুহাম্মদ ঘুরী (১১৭৩-১২০৬ খ্রী.) সুলতান নির্বাচিত হন।

সেই সময় খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী (রহ.) হজ পালন শেষে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি প্রথমে লাহোর তারপর দিল্লিতে ইসলামের প্রচার শুরু করেন। কিন্তু হিন্দুরাজা পৃথিরাজ তার বিরুদ্ধচারণ করায় তিনি আজমির চলে যান। সেখানেও হিন্দুরাজা পৃথিরাজ পুনরায় খাজা মঈন উদ্দিন চিশতীর বিরুদ্ধে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। সেই মুহূর্তে মুহাম্মদ বিন ঘুরীর সেনা বাহিনীর সহযোগিতায় মুসলিম বাহিনী পৃথিরাজের বাহিনীকে পরাজিত করে। পৃথিরাজ পলায়নকালে ধৃত হয়ে নিহত হন। তরাইনের ২য় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রী.) ভারতবর্ষে মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন মুহাম্মদ ঘুরী ও খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী। তবে জনাব খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী সাহেবের একটি কেরামতি সেখানে প্রকাশিত হয়েছিল। তা হচ্ছে তিনি এক মুষ্টি বালু পৃথিরাজের সৈন্যদের দিকে ছুড়ে মারলে সৈন্যরা আতংকিত ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন যেমন রাসূলুল্লাহ সা. বদরের যুদ্ধে অনুরূপ এক মুষ্টি বালু নিক্ষেপ করেছিলেন। এরপর ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী (১১৯৯ খ্রী.) বিহার দুর্গ দখল করেন।

তারপর তিনি বাংলার রাজধানী নদীয়ায় অশ্ব বিক্রেতার ছদ্মবেশে মাত্র ১৭ জন অশ্বরোহী নিয়ে (১২০০ খ্রী.) নদীয়া আক্রমণ করেন। লক্ষণ সেন রাজ প্রাসাদের পেছনের দরজা দিয়ে প্রাণভয়ে নদীপথে ঢাকার দিকে পালিয়ে যান। এইভাবে তিনি বিহার ও বাংলা বিজয় করেন এবং বাংলায় মুসলিম শাসন তিনিই প্রথম

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরপর সুলতানী যুগের পর মুঘলদের যুগে সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রী.) হিন্দু মুসলিমদের সমন্বয়ে "দ্বীনে ইলাহী" নামে ভ্রান্ত ধর্মের নাম দিয়েছিলেন। সেই ধর্মে চিরস্থায়ী আগুন জ্বালানো ও সূর্য পূজা করা হতো, আবার খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে তিন প্রভুর প্রতিকৃতিতে পূজা করা হতো যেমন বর্তমানে বাংলাদেশে শিখা চিরন্তনকে সম্মান প্রদর্শন এবং মৃত ব্যক্তির কবরের উপর ফুলের মালা দেয়ার মতো শিরক চালু হয়েছে। আকবরের ঐ ভ্রান্ত ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেন শায়খ আহমদ সারহিন্দ। আকবরের মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীর মুঘল প্রশাসনে ইসলামী ধারাকে শক্তিশালী করেন। সমস্ত বিদয়াত ও ইসলাম বিরোধী সকল আচরণকে সমূলে উৎপাটনের ব্যবস্থ্য করেন। তারপর উপমহাদেশ ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে মীর জাফর পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রী.) নবাব সিরাজ উদদ্দৌলার পরাজয়ের ব্যবস্থা করে।

তখন বাহাদুর শাহ থেকে ইংরেজরা ক্ষমতা কেড়ে নেয় গোটা ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্ব কায়ম করে। তখন থেকে (১৯৪৭ খ্রী.) পর্যন্ত প্রায় পৌনে দুইশত বছর ভারতীয় উপমহাদেশ ইংরেজরা শাসন চালায়। সেই সময় টিপু সুলতান, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, সাইয়েদ আহমেদ ব্রেলভী, হাজী শরিয়ত উল্লাহ, শহীদ তিতুমীরের মত লোকেরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উড়েন। শহীদ তিতুমীর ১৮৩০ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেন। তিনি ১৮৩১ সালে নারিকেল বাড়ীয়া নামক স্থানে "বাঁশের কেল্লা" প্রস্তুত করেন। কিন্তু ইংরেজদের মারণাস্ত্রের আঘাতে তিনি তার বহু সঙ্গীসহ শাহাদাত বরণ করেন।

এরপর সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভীর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর উপর বালাকোটের ময়দানে (১৮৩১ খ্রী.) শিখ ধর্মের লোকেরা আক্রমণ করে তিন শতাধিক মুজাহিদকে শহীদ করে। তারপর হাজী শরিয়ত উল্লাহ (দুদু মিয়া : ১৮৪১-৪২ খ্রী.) ইংরেজ জমিদারদের বিরুদ্ধে ফরায়েজী আন্দোলন ঘোষণা দেন। ইংরেজরা তাকে কারাগারে (১৮৬০ খ্রী.) পর্যন্ত আটকে রাখে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সারাদেশে হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। কারণ এর ফলে মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতির উজ্জ্বল সম্ভাবনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু হিন্দুরা মুসলমানদের এই উন্নতি দেখে তাদের স্বার্থহানী মনে করে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করলো। ফলে হিন্দুদের আন্দোলনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ১৯১১ সালে "সম্রাজ্ঞী মেরী" বঙ্গভঙ্গ রদ বা বাতিল করেন।

www.pathagar.com

১৯০৬ সালে মুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণে স্যার সলিমুল্লাহ এর নেতৃত্বে "মুসলিমলীগ" প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯১৪ সালের ২৮শে জুলাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মুসলমানদের খলিফা ছিলেন তুর্কি সুলতান। তুরস্ক সে সময় জার্মানীর পক্ষে যোগ দেয়ার পর পরাজিত হয়। তখন মিত্র শক্তির দেশগুলো মুসলমানদের খিলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্তির চিন্তা করলো। ফলে ১৯১৮ সালে ইংরেজ ও তুর্কিদের মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হয়। সেই সময় খেলাফত আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী হওয়ায় মাওলানা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মাওলানা শওকত আলীকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯২১ সালে জনাব গান্ধীর নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন গড়ে উঠে। তাই গান্ধী সাহেব খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেন যাতে আন্দোলন বেগবান করা যায়। তখন মি. গান্ধী ও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ গ্রেফতার হন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোষণা দেয়া হয়। একই দাবিতে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম স্বার্থ রক্ষার্থে ১৪ দফা ঘোষণা করেন। এরপর ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ২য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধে মিত্র শক্তি বিজয়ী হয়। তারপর ১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাস ভূমি পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি "দ্বি-জাতি তত্ত্ব" তুলে ধরেন অর্থাৎ মুসলিম আর হিন্দু এক জাতি নয় বরং তারা দুইটি পৃথক জাতি। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পূর্ণ বিপরীত।

এরপর ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন এবং পরের দিন কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারত রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। কিন্তু যে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব গড়ে তোলা হয়েছিল তারা ইসলামী আইন, ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা চালু না করে ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেয়। ফলে তারা অল্পদিনের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারালেন। এই সুযোগে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। সে ভাষা ও এলাকা ভিত্তিক জাতীয়তার শূন্যস্থান পূরণে এগিয়ে আসলো অর্থাৎ ঈমানভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তা বোধ ত্যাগ করে এলাকা ও ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তার স্থান দখল করলো। ফলে পাঠান জাতীয়তা, সিন্দু জাতীয়তা এবং বাঙ্গালি জাতীয়তা ও হিন্দু জাতীয়তা দেখা দিলো। তাদের মধ্যে মুসলিম জাতীয়তার আর কোন ঐক্য থাকলো না।

আবার কাশ্মিরের মুসলিমদেরকে স্বাধীনতা প্রদান বা মুসলিমদের সাথে থাকা নিয়ে ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৭ দিন ধরে যুদ্ধ

www.pathagar.com

হয়েছিল। সে সময় বাঙ্গালি অফিসারগণ ভারতের হিন্দু জাতীয়তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছিলেন। ইতোপূর্বে ভারত ও চীনের মধ্যে ১৯৬২ সালে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে ভারত পরাজিত হয়েছিল। আবার ইয়াহইয়া খান শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ টিক্কা খানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণের উপর আক্রমণ চালায়। সে সময় ভারত তার চিরশত্রু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদেরকে ট্রেনিং অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। নয় মাস ধরে বাংলাদেশে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

যদিও এই যুদ্ধকে পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বাঞ্চলের রণাঙ্গনের ভারতীয় বাহিনীর বিজয় ঘোষণা হিসেবে কেউ কেউ মনে করেন। তা না হলে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধীনায়ক "জেনারেল ওসমানীর" কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান "নিয়াজী"কে আত্মসমর্পণ না করিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল "আরোরার" কাছে আত্মসমর্পণ করানোর উদ্দেশ্য কি ছিলো? তাছাড়া ভারতের চলচ্চিত্রে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে তৃতীয় যুদ্ধের কথা তুলে ধরা হয়। তাতে ৯০ হাজার পাকিস্তানি সেনা হিন্দুস্তানের সেনাদের সামনে আত্মসমর্পণ করে। জন্ম হয় এক নতুন দেশ, তার নাম বাংলাদেশ।

১৯৪৬ সালে নেহেরু লিখিতভাবে দাবি করেছিলেন যে পাকিস্তানে যোগ দেয়া বাংলা ও পাঞ্জাবের অংশগুলো অচিরেই ভারতের কাছে ফিরে আসবে। সে লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত তার দরজা আমাদের জন্য খুলে দিয়েছিল। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের আশঙ্কা হচ্ছে ভারতীয় সৈন্য, বি. এস. এফ জওয়ান, পুলিশ বাহিনীর সদস্য, এমনকি পেশাদার খুনিদেরকে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ দুর্বল হয়ে পড়বে এবং স্বাধীনতা বিরোধী দলকে আক্রমণ করে নির্মূল করা হবে। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত তা বাস্তবায়ন শুরু করছে। বিশ্বাস ঘাতক নিন্দুপ দজির মাধ্যমে সিকিমের স্বাধীনতা যেমন ভারতের কাছে হস্তান্তর করে তাদের অঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল অনুরূপ নেহেরুর লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতের অঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা তা আমরা আশঙ্কা করছি। যার কারণ হচ্ছে ভারতের পত্র পত্রিকায় বাংলাদেশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের টিকে থাকার অধিকার নেই।

বাংলাদেশকে যদি থাকতেই হয় তাতে ভারতের মধ্যে আবার ফিরে আসতে হবে।

www.pathagar.com

এটা বাস্তবায়নের জন্য ভারতকে অবশ্যই সহায়তা দিতে হবে। সেই জন্য আওয়ামীলীগের আবদুল জলিল এমপি সাহেব ১৫ই ডিসেম্বর ২০০৪ সালের বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে, বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির আলোচনা সভায় "ভারত কে বাংলাদেশের উপরে আক্রমণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তা ছাড়া ভারতের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) নেতা প্রবীণ ভাই তোগাড়িয়া আসামের গোহাটিতে বলেছেন ভারতের উচিৎ অবিলম্বে বাংলাদেশ আক্রমণ করে দখল করে নেয়া। ইতোপূর্বে ভারত ১৯৬২ সালে চীনের সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছিল। আবার পাকিস্তানের সাথে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ভারতের মধ্যে গ্লানি ও মর্যাদাহানী কাজ করেছিল। তাই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ৯ মাসের যুদ্ধে পাকিস্তানকে ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়ে সেই গ্লানি মুছিয়েছে ভারত।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম দেশ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের তৎপরতা দিন দিন বৃদ্ধি করেছে যেমন ফারাক্কা, পানি বণ্টন, সীমান্তে হত্যা, বাণিজ্য ঘাটতি, পুশ ইন, নাশকতা, অস্ত্র, মাদক চোরাচালান, সীমান্ত বিরোধ, এমনকি কাঁটাতারের বেড়ায় ফেলানীর মতো নারীকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখার পর অহরহ বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বি.এস.এফ। যার কারণে সংবাদ পত্রে লিখা হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণঘাতী সীমান্ত "বাংলাদেশ"। এর কারণ হচ্ছে ইসরাঈলের সাথে ভারতের মৈত্রীচুক্তি রয়েছে। ইসরাঈল যেমন কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ফিলিস্তিনি মুসলিমদেরকে হত্যা করছে তেমনি ভারত কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করে বাংলাদেশী মুসলিমদেরকে হত্যা করছে। তাই ভারতের পছন্দের সরকার বাংলাদেশে বসিয়ে সকল সম্পদ দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে যেমন করেছিল ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পরের পরিকল্পিত লুটপাট, অস্ত্র, গোলাবারুদ, সরকারি ও বেসামরিক গাড়ী এবং সেনানিবাসের অফিস ও কোয়াটার তন্ন তন্ন করে লুট করা হয়েছিলো। সেই লুণ্ঠনের প্রতিবাদ করার কারণে মেজর (অব.) এম এ জলিলকে যৌথ বাহিনী গ্রেফতার করেছিল। অনুরূপ ২০০৯ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি ৫৭ জন সেনা অফিসার হত্যার সাথে ইসরাঈলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ও পাশ্ববর্তী দেশের গোয়েন্দা সংস্থা "র" জড়িত থাকার সন্দেহ করা হচ্ছে। আর ভারতের সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সেনা বাহিনীকে শত্রু মনে করে না বলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষকে আয়ত্ত করার জন্য বিদেশী শক্তিগুলো প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো। ফলে তারা সফলও হয়েছিলো। ইংরেজরা ব্যবসার নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নামে ভারতকে দখল করে সেখানে তাদের চিন্তা-চেতনার লোক তৈরি করেছিলো। যা ১৮৫৪ সালে ম্যাকেলে তাদের শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলেছিলো : "বর্তমানে আমাদের সকল শক্তি নিয়োগ করে এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করতে হবে, যারা আমাদের ও ভারতের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে, যাদের আমরা শাসন করছি, দোভাষীর কাজ করবে। তারা শুধু রক্তে ও বর্ণে হবে– ভারতীয় কিন্তু রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিবোধে ও চিন্তা-চেতনায় হবে ইংরেজ। এমনকি ধর্ম নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে ধর্মের কোন স্থান নেই হিসেবে তুলে ধরতে হবে। তাই সাম্রাজ্যবাদী খৃষ্টান শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় শিক্ষার মারাত্মক অবনতি দেখা দেয়। (আল-কুরআন বাংলা অনুবাদ, পৃ. ১০-১১; মাওলানা মুহাম্মদ মূসা)

তদানিন্তন ভারতবর্ষের আলেম সমাজ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালায়। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ বিতাড়ন এবং মুসলিম শাসন পুনরুদ্ধারে আলেমরা চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সদ্য অধিকৃত আগ্নেয়াস্ত্র (রাইফেল) সজ্জিত নবউত্থিত খৃষ্টান শক্তির মোকাবেলায় তাদের টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। তাদের কাউকে মৃত্যুদণ্ড, কারাদণ্ড ও পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে। তারা জানতে পেরেছেন, মুহাম্মদ (সা.) হিন্দুস্তানের বিষয়ে যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন, সেই ভবিষ্যৎ বাণীর আলোকে ভারতে মুশরিক শক্তির পতন হবে সেখানে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই সংগ্রামে শহীদ হওয়ার আশাবাদ করেছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরাইরা (রা.)। লড়াকু মুজাহিদ খালিদ বিন ওয়ালিদ তার জীবনে ১২৫টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হতে পারেননি। সেই জন্য মৃত্যুকালে আফসোস করে তার অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিলো। খালিদ বিন ওয়ালিদ বলতেন, 'নববধূ'র সাথে রাত কাটানো কিংবা রাতে কোন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবর পাওয়ার চেয়ে কোন প্রচণ্ড শীতের রাতের শেষে মুহাজিরদের একটি বাহিনী নিয়ে মুশরিক বাহিনীর ওপর হামলা চালানো আমার নিকট অধিক প্রিয়। (আসহাবে রাসূলের জীবনধারা, পৃ. ১৪১, এ কে এম নাজির আহমদ)

ভারতবর্ষের রাষ্ট্র প্রধানগণ, ইসলাম বিরোধী ইংরেজদের মতো তাদের ভাবধারায় বিচারক নিয়োগ করে ১৮৬২ সালে প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে

www.pathagar.com

তোলে। বর্তমানেও সেই ব্যবস্থা করে আলেম ওলামা এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করে আন্দোলন দমাতে চাচ্ছে। কিন্তু মুসলিমগণ ভারতবর্ষ থেকে শিরকি কার্যক্রম ধ্বংস করার লক্ষ্যে জিহাদে অংশগ্রহণ করে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পেতে চায় এবং জান্নাত লাভের দিকে এগিয়ে যাবে। যেমন আমর বিন ইয়াসির (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধে একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, হে মুসলিম মুজাহিদগণ! তোমরা কি জান্নাত থেকে পালাচ্ছো? তখন মুসলিম বাহিনী শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয় ছিনিয়ে আনেন। আমাদেরকেও সেই রকম বিজয় ভারতবর্ষে ছিনিয়ে আনার জন্যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত আল-ফিকহ্ ও মাসায়েল বিষয়ক গ্রন্থসমূহ

বইয়ের নাম	লেখক/সম্পাদক	মূল্য
আল-ফিকহ্		
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে হজ্জ, উমরা ও যিয়ারত	মাওলানা মুহাম্মদ মূসা	১০০/-
আল্লাহর রাসূল (সা) দৈনন্দিন যেসব যিকির ও দু'আ পড়তেন	মুহাম্মদ গোলাম মাওলা	৪৫/-
সকাল সন্ধ্যায় আযকারে নববী	মোঃ আবদুর রহীম খান	৩০/-
রাসূল (সা.) যেসব বিষয় হতে পানাহ-আশ্রয় প্রার্থনা করতেন	মোঃ আবদুর রহীম খান	৫০/-
হজ্জ ও ওমরাহ আদায়কারীর গাইড বুক	এ এন এম সিরাজুল ইসলাম	৫০/-
আল্লাহর রাসূল (সা) যেভাবে নামায পড়তেন	হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম	১৫০/-
কবীরা গুনাহ	ইমাম আয যাহাবী	১২০/-
নামাযের মর্মকথা	মুহাম্মদ জাহেদুল আহসান তারেক	২০/-
মুমিনের গুণাবলী	মাওলানা আবুল হোসাইন	৮০/-
আত্মিক ও সমাজ সংস্কারে সিয়ামের ভূমিকা	মাওলানা আবুল হোসাইন	৬০/-
ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা	মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী	২৫০/-
নামাজ জান্নাতের চাবি	মাসুদা সুলতানা রুমী	নেট-১৫/-
নামাযে কিভাবে মনোযোগী হবেন	মুহাম্মদ গোলাম মাওলা	৩০/-
মাহে রমজানের ফজীলত ও মাসায়েল	খন্দকার আব্দুল আলীম	৫০/-
নামাযে যা পড়ি অর্থ বুঝে পড়ি	মুহাম্মদ গোলাম মাওলা	৫০/-
নামায চোখের মণি	আব্দুর রহমান রনী	২৫/-
সালাতে মনোযোগী হওয়ার উপায়	অধ্যাপিকা মুর্শিদা আক্তার মৌরী	৪০/-
মুসলমানদের কেনো এতে প্রকারভেদ	অধ্যাপিকা মুর্শিদা আক্তার মৌরী	২০/-
সহজ নামায শিক্ষা	মুফতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান	৬০/-
নামাজের শিক্ষা	মাওলানা আহমাদুল্লাহ	২৫/-
হিসনুল মুসলিম (বাংলা)	অনুঃ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা	৮০/-
Hisnul Muslim (English)	Sayed bin Ali Al Qahtani	৮০/-
আমার সিয়াম কবুল হবে কি?	মাসুদা সুলতানা রুমী	২৪/-
তাহাজ্জুদ নামায ও তারাবীহ নামায	মাওলানা মুহাম্মদ মূসা	৪০/-
রমজান ও রোজা	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	৪০/-
রমযানের তিরিশ শিক্ষা	এ এন এম সিরাজুল ইসলাম	১৬০/-
মুমিনের রোজা	মোঃ আবদুল কাদের	৫০/-
ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী মহাজাতির মহাসম্মেলন হজ্জ	মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা	১৫/-
এক নজরে হজ্জ	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	২০/-

www.pathagar.com